ওঁ নমঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায়

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামীপাদ বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

নবধা ভক্তিযোগে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দনা-রূপ মঙ্গলাচরণ---

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরট-রুচিরং ভাব-বলিতং
মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজন-সহিতং কীর্ত্তনপরম্।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমল-হরং ভক্ত-সুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণ-মননাদ্যর্চ্চন-বিধৌ।।১।।

ছান্দোগ্যোক্ত (৮।১।১) ''ব্রহ্মপুরই'' চিচ্ছক্তি-প্রকটিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ----

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণু-সদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরল-রসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্।।২।।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায় নমঃ

''শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্'' এর পদ্যানুবাদ
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত)

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন।।
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ-গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি।।১।।
নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গা'ন।
পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ।।
রসিক পণ্ডিত যাঁরে 'ব্রজ' বলি' কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময়।।২।।

(১) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীধাম মায়াপুর

অন্তর্দ্বীপ-ভ্রমণ-লালসা--

কদা নবদ্বীপ-বনান্তরেম্বহং
পরিভ্রমন্ গৌরকিশোরমদ্ভুতম্।
মুদা নটন্তং নিতরাং সপার্যদং
পরিস্ফুরন্ বীক্ষ্য পতামি মূর্চ্ছিতঃ।।৩।।

শ্রীমায়াপুর-দ্বেষী খলব্যক্তিগণ অসম্ভাষ্য---

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভূতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুয়ু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ।।৪।।

কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরই একমাত্র আশ্রয়ণীয়--

অলমলমিহ যোষিদ্গর্দ্দভী সঙ্গরঙ্গৈ-
রলমলমিহ বিত্তাপত্য-বিদ্যা-যশোভিঃ।
অলমলমিহ নানা-সাধনায়াস-দুঃখৈ-
র্ভবতু ভবতু চান্তর্দ্বীপমাশ্রিত্য ধন্যঃ।।৫।।

কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ-বন-মাঝে পাইব দেখিতে।।
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র-নর্ত্তন-বিলাস।
দেখি প্রেম-মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস।।৩।।
নবদ্বীপ-মহিমা যে-শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে-শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়।।
এ-ধাম-বৈভবে যার না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ।।৪।।
স্ত্রী-গর্দ্দভী সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বিদ্যা-যশে শীঘ্র পড়ু বাজ।।

শ্রীমায়াপুরই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-নিকেতন---

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানা-চিত্রমনোহরং খগ মৃগাদ্যাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োহদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনঃ মায়াপুরং জীবনম্।।৬।।

(২) গোদ্রুমদ্বীপ

গোদ্রুম-ধামবাস-নিষ্ঠা--

মিলন্তু চিন্তামণিকোটি-কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ।
তথাপি তদ্গোদ্রুম-ধূলি ধূসরং
ন দেহমন্যত্র কদাপি যাতু মে।।৭।।

(৩) মধ্যদ্বীপ

গৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-লীলাস্থল মধ্যদ্বীপ বর্ণন--

কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপ-লীলা বিচিত্রা
কৃপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্।

আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য।।৫।।
যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল।।
বৃক্ষ-লতা ফুল-ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন।।৬।।
কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে।।
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়ি এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির।।৭।।
সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্য দিনে।
সেই দ্বীপ-লীলা কৃপা কর এই হীনে।।

ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব
বিহরতি জনবন্ধুর্যত্র মধ্যাহ্নকালে।।৮।।

(৪) কোলদ্বীপ

গঙ্গার উপকূলস্থ 'কোলদ্বীপ' বা 'কুলিয়া'—

জয়তি জয়তি কোলদ্বীপ-কান্তাররাজী
সুরসরিদুপকণ্ঠে দেবদেব-প্রণম্যা।
খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনামদ্ভুতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ।।৯।।

(৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ধামসেবা-লালসা—

রুদ্রদ্বীপে চর চরণ! দৃক্! পশ্য মোদদ্রুমশ্রী-
র্জিহ্বে! গৌরস্থল-গুণগণান্ কীর্ত্তয় শ্রোত্রগৃহ্যান্।
গৌরাটব্যা ভজ পরিমলং ঘ্রাণ! গাত্র! ত্বমস্মিন্
গৌড়ারণ্যে লুঠ পুলকিতং গৌর-কেলিস্থলীষু।।১০।।

ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা-কল্পলতা ফল মহাধন।।৮।।
খগ-মৃগ-তরু-লতা-কুঞ্জ-বাপী-নগ।
জল-স্থল-হ্রদ আদি সমস্ত সৌভগ।।
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা দুর্ল্লভ।
জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব।।৯।।
পদ! চর রুদ্রদ্বীপ, তুমি মনোলোভা।
আঁখি মোর সদাহের মোদদ্রুম-শোভা।।
শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত।।
গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান।।
সেই ধামে গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর।
পুলকিত লুটি ভজ শ্রীগৌরকিশোর।।১০।।

প্রাকৃত-দৃষ্টির অগোচর বেদগুহ্য নবদ্বীপ-ধাম-নিষ্ঠা---

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি নহি গন্ধোঽপি কলিতো
যদীয়স্তত্রৈবাখিলনিগম-দুর্ল্লক্ষ্য-সরণৌ।
নবদ্বীপারণ্যে বত মহিম-পীযুষ-জলধৌ
মহাশ্চর্য্যোন্মীলন্ মধুরিমণি চিত্তং লগতু মে।।১১।।

রসপীঠ গৌরবন---

মহোজ্জ্বল রসোন্মদ-প্রণয়-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী
মহামধুর-রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী।
রসেন সমধিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া রাধয়া
চকাস্তু হৃদি মে হরেঃ পরমধাম গৌড়াটবী।।১২।

(৭) জহ্নুদ্বীপ

জন্ম-জন্ম তরুগুল্মরূপে জহ্নুদ্বীপ-বাস-লালসা---

জন্মনি জন্মনি জহ্ন্বাশ্রমভূবি বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্।
অপি তৃণ-গুল্মকভাবে ভবতু মমাশাসমুল্লাসঃ।।১৩।।

জগৎ ভ্রমিতে যার গন্ধ নাহি পাই।
সর্ব্ববেদাতীত যার পথ হয় ভাই।।
সেই সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি।
আশর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি।।১১।।
উজ্জ্বল রসের প্রেম-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী।।
রাধা-প্রকটিত গৌড়াটবী গৌরাবাস।
রস-পীঠ হৃদে মোর হউন্ প্রকাশ।।১২।।
দেবরাজ-পূজনীয় জহ্নুমুনি স্থান।
নবদ্বীপ-জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান।।
সেই গৌরলীলা-স্থলে তৃণ গুল্মভাব।
পাইলে আশার হয় উল্লাস-বিভাব।।১৩।

(৮) সীমন্তদ্বীপ

সীমন্তদ্বীপ-সেবাফলে আশু শ্রীরাধাকৃপা প্রাপ্তি--

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং বৈরাগ্যসীম-স্পৃশাম্।
হন্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দুরম-
স্তদ্রাধা-করুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দন্তু সীমন্তকে।।১৪।।

"নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়" --

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়-রস-পীযুষ জলধেঃ
শচীসূনোর্দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো।
মিথঃ প্রেমোদঘূর্ণদ্রসিক-মিথুনাক্রীড়মনিশং
তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে ক্কাপি মধুরে।।১৫।।

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-রম্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ--

নাহং বেদ্মি কথং নু মাধব-পদাম্ভোজদ্বয়ী ধ্যায়তে
কা বা শ্রীশুক-নারদাদি-কলিতে মার্গেহস্তি মে যোগ্যতা।

রাধাকৃষ্ণ সেবা করি' শুদ্ধ ধর্ম্ম সদাচরি',
সেবি' সাধু পদরজঃ ভাই।
লভিয়া বৈরাগ্য-পার, পাইয়াও রসসার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই।
সীমন্তে করিয়া বাস, যেবা হয় গৌরদাস,
যে করুণা শীঘ্র তার হয়।
সকল সাধন ত্যজি', অতএব গৌর ভজি',
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয়।।১৪।।

রাধাকৃষ্ণ-সম্মেলন রসের সাগর।
গৌরাঙ্গের ব্রজ নবদ্বীপ মনোহর।।
সে দুয়ের প্রেমোদ্ঘূর্ণ রসলীলাপুর।
নবদ্বীপ হয় ভাই পরম মধুর।।১৫।।

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির আনুগত্যে নহি অভিমানী।।

তস্মাদ্ভদ্রমভদ্রমেব যদি নামাস্তাঃ মমৈকঃ পরো
রাধা-কেলিনিকুঞ্জ-মঞ্জুলতরঃ শ্রীগোদ্রুমো জীবনম্।।১৬।।

শিব-ব্রহ্মাদিরও দুর্জ্ঞেয় বেদগুহ্য রাধারমণপ্রিয় শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাস-লালসা--

যৎসীমানমপি স্পৃশেন্ন নিগমো দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধিঃ।
যন্মাধুর্য্যকলাপ্যবেদি ন শিব-স্বায়ম্ভুবাদ্যৈরহং
তচ্ছ্রীমন্নবখণ্ডধাম-রসদং বিন্দামি রাধাপতেঃ।।১৭।।

শ্রীগোদ্রুম-ধামসেবা-নিষ্ঠা--

ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপদ্বিততয়ো যদি বা পতন্তি।
হা-হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূয়াৎ
শ্রীগোদ্রুমাদিতর-তীর্থপদে পিপাসা।।১৮।।

প্রাকৃত-ভোগ-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধাগোবিন্দের মধুর-লীলা-দর্শন- বাসনার সহিত শ্রীনবদ্বীপ-বাস-লালসা-

স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্।
তৃষা ত্রিদিববন্দিনী-শুচিপয়োঽঞ্জলীভিঃ পিবন্।

অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল।
রাধাকুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল।।১৬।।
যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে।
পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে।।
ব্রহ্মা, শিব যাঁহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ-স্থানে।।১৭।।
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তি-জাল মস্তকে পড়য়।।
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি' অন্যতীর্থ পদে।
না হউ আমার আশা সম্পদে বিপদে।।১৮।।
কবে বা পতিতপত্রে ক্ষুধা নিবারিয়া।
গঙ্গাজলে তৃষ্ণা নাশি' অঞ্জলি ভরিয়া।।

কদা মধুর-রাধিকা-রমণ-রাস-কেলিস্থলীং
বিলোক্য রসমগ্নধীরধিবসামি গৌরাটবীম্।।১৯।।

ব্রহ্মাদিরও প্রণম্য নবদ্বীপবাসীরই পুরুষার্থ-চিন্তামণি করতলগত-

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মোঽপি তেনাদ্ভুতঃ
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোঽপি পরমঃ কশ্চিৎ করস্থীকৃতঃ।
তেনাধায়ি সমস্তমূর্দ্ধনি পরং ব্রহ্মাদরস্তং নম-
স্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতৌ খণ্ডে নবে নিশ্চয়ঃ।।২০।।

পশুপক্ষীকেও প্রেম-প্রদানকারী নবদ্বীপধামের প্রতি নমস্কার-

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবৃন্দমুন্মদপ্রেম্নঃ।
প্রীণয়দমৃতরসৈর্নবদ্বীপাখ্যং বনং নমত।।২১।।

পণ্ডিতগণের অন্যতীর্থে অভিলাষ থাকিলেও সুপণ্ডিত ও সুদার্শনিক গৌর-ভক্তগণের রাধামাধব-প্রিয় নবদ্বীপধামাশ্রয়েই অভিরুচি--

ভক্ত্যৈকয়ান্যত্র কৃতার্থমানিনো ধীরাস্তদেতন্ন বরন্তু বিদ্মঃ।
শ্রীরাধিকামাধববল্লভং নঃ সদা নবদ্বীপবনন্তু সংশ্রয়ঃ।।২২।।

কৃষ্ণ-রাসস্থলী দেখি' রস-মগ্নান্তরে।
বসিব শ্রীনবদ্বীপ কানন-ভিতরে।।১৯।।
নবদ্বীপ-ধামে যাঁর নিশ্চয় বসতি।
অবশ্য হয়েছে তাঁর সাধুধর্ম্মে মতি।।
পুরুষার্থাধিকতত্ত্ব তাঁর করতলে।
ব্রহ্মাদি-প্র ণম্য তিনি কৃষ্ণ-কৃপাবলে।।২০।।
নমি আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর।
যাঁহার পীযুষরস অতীব প্রচুর।।
খগ-পশু-দ্রুম-বল্লীগণকে মাতায়।
প্রেমমত্ত করি' মোর চিত্তকে নাচায়।২১।।
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে।।
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি।।২২।।

উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজ গৌরবন-সেবায়ই জীব পরিপূর্ণকাম--

দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ সর্ব্বাধমো দুর্ল্লভবস্তুকাঙ্ক্ষী।
গৌরাটবীমুজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ।।২৩।।

গৌরবনের স্বরূপ---

শুদ্ধোজ্জ্বল-প্রেমরসামৃতাব্ধেরনন্তপারস্য কিমপ্যুদারম্।
রাধাপ্রদত্তং যদপূর্ব্বসারং তদেব গৌরাঙ্গবনং গতি র্মে।।২৪।।

নিরপরাধে একান্তভাবে নবদ্বীপধাম-সেবাফলে সর্ব্বসাধন-বিহীনেরও পরমপ্রয়োজন লাভ--

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি নবদ্বীপৈক-সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোঽপি প্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয়-রসোৎসবম্।।২৫।।

নবদ্বীপাশ্রয়-নিষ্ঠা--

ত্যজন্তু স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিশ্চ মাঽস্তু বা।
ন নবদ্বীপ-সীমাতঃ পদং মে চলতু ক্বচিৎ।।২৬।।

সর্ব্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন।
দুর্ল্লভ পদার্থ মাগি সর্ব্বাধম দীন।।
কবে সে উজ্জ্বলভক্তি-সার-বীজরূপ।
গৌড়াটবী লভি' হ'ব পূর্ণরসকূপ।।২৩।।
শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার।
সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাদত্ত-সার।।
গৌরাঙ্গ-কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেই বন মম গতি কত দিনে হ'বে।।২৪।।
সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
করে যদি নবদ্বীপ বন-মাঝে ঘর।।
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রসোৎসবে রতি দিতে পারে।।২৫।।
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবৃত্তি অচল হউক্ একেবারে।।

নবদ্বীপধাম-সেবার প্রতিকূলাচরণকারী নিজজনও পর, সুতরাং দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাজ্য---

সা মে ন মাতা স চ পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন-
যো মে ন রাধাবন-বাসমিচ্ছেৎ।।২৭।।

জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীগোদ্রুম-বাস-সৌভাগ্য-লালসা-

কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তেরপি ভবে-
ন্নিবাসো দেহান্তাবধির্যদিহ তদ্ গোদ্রুমভূবি।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোর্ন্নব-নব-বিলাসৈর্বিহরতোঃ
পদজ্যোতিঃপূরৈরপি তু মম সঙ্গোঽপি ভবিতা।।২৮।।

মায়াঞ্জনাবৃতচক্ষু গৌরবনসম্বন্ধি-বস্তুকে জড়প্রায় দেখিলেও ধামের স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুই চিদানন্দময়--

ভূতং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টং কিম-
প্যানন্দৈকঘনাকৃতি-স্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে।

তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাই যাউ অন্য পথে।।২৬।।
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে-জন।।
মাতাপিতা-বন্ধু-সখা-মিত্র-গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার।।২৭।।
কলুষ-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পা'ব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব।।
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার-সময়।
পদ-জ্যোতিঃ দেখি' হবে আনন্দ উদয়।।২৮।।
যে ধামে প্রবিষ্ট হয়ে জঙ্গম-স্থাবর।
ঘনানন্দে মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর।।

মায়ান্ধীকৃত-দৃষ্টিভিস্তু কলিতং নানাবিরূপাত্মকং
তদ্গৌরাঙ্গপুরং কদাধিবসতঃ স্যান্মে তনুশ্চিন্ময়ী।।২৯।।

সম্বন্ধ-কৌশলের সহিত ধামপ্রবেশকারী জীবমাত্রেরই সচ্চিদানন্দ-রূপতা-প্রাপ্তি; উহা বহির্ম্মুখ-দৃষ্টির অগোচর--

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ সর্ব্বঃ পদার্থোঽপ্যবুধৈরদৃশ্যঃ।
সানন্দ-সম্বিদ্-ঘনতামুপৈতি তদেব গৌরাঙ্গপুরং শ্রয়ামি।।৩০।।

নিরপরাধ-ধামাশ্রিত জীবগণের নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী, সুতরাং বঞ্চিত--

যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু দোষান্ আরোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু।
আনন্দমূর্ত্তিষ্বপরাধিনস্তে শ্রীরাধিকা-মাধবয়োঃ কথং স্যুঃ।।৩১।।

নিরপরাধ-ধামাশ্রিত পুরুষের নিন্দাকারী, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী, গোদ্রুমের সহিত অন্যতীর্থের সাম্যবুদ্ধিকারী ও ধামসেবানন্দকে জড়ানন্দ-জ্ঞানকারী ব্যক্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে অসম্ভাষ্য --

যে গৌরস্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং
শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি তং গোদ্রুমম্।

মায়া যার জড়-দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে।
জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে।।
অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে।
বসিয়া চিন্ময়স্ফূর্ত্তি পাই এ শরীরে।।২৯।।
সম্বন্ধ-কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে।
সর্ব্ব জীবে আনন্দ-সম্বিদ্ভাবে মিলে।।
অতাত্ত্বিক বহির্ম্মুখ দেখিতে না পায়।
দিউন গৌরাঙ্গপুর আশ্রয় আমায়।।৩০।।
সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষদৃষ্টি যার।
আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তার।।
যত দিন সেই অপরাধ নাহি যায়।
রাধাকৃষ্ণ-সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায় ? ৩১।।

যে মোদদ্রুমমত্র নিত্যসুখচিদ্রূপং সহন্তেন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ।।৩২।।

পাপাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরধামাশ্রয়কারী পুরুষেরই
বৃন্দাবনসম্পত্তি-প্রাপ্তি--

পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎর্সয্য-লোভা-
নৃত-পরুষ-পরাভিদ্রোহ-মিথ্যাভিলাপান্।
ত্যজতি য ইহ ভক্তঃ শ্রীনবদ্বীপধাম্নি
ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবনাশা।।৩৩।।

গৌরধাম-বাস-নিষ্ঠার অনুকূল কার্য্যই ভক্তি, তৎপ্রতিকূল
যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বা পাপ--

কুরু সকলমধর্ম্মং মুঞ্চ সর্ব্বং স্বধর্ম্মং
ত্যজ গুরুমপি গৌড়ারণ্যবাসানুরোধাৎ।
স তব পরমধর্ম্মঃ সা চ ভক্তির্গুরুণাং
স কিল কলুষরাশির্যদ্ধি বাসান্তরায়ঃ।।৩৪।।

নবদ্বীপবাসি-নিন্দারত যেই জন।
যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন।।
অন্য তীর্থে যে মূর্খ গোদ্রুম-সম জানে।
মোদদ্রুম সুখ চিৎ-স্বরূপ না মানে।।
সে পাপিষ্ঠ নরাধম সহিত সঙ্গতি।
স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি।।৩২।।
চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা, লোভ।
মিথ্যাবাক্য, সুদুর্ব্বাক্য, পরদ্রোহ, স্তোভ।।
ত্যজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয়।
বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্যা নাহি হয়।।৩৩।।
নবদ্বীপ-বাস লাগি' করয় অধর্ম্ম।
ত্যজে গুরুজন আর সকল স্বধর্ম।।
তাহে তার দোষ কিবা এই মাত্র সার।
যাহে গৌড়বাস বাধা সেই পাপভার।।৩৪।।

ঔদার্য্যধাম গৌরবনাশ্রয়ে জীবের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী--

নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণং
গৌরারণ্য য নবদ্বীপ-ধাম।
য কোঽপ্যস্মিন্ যাদৃশস্তাদৃশো বা
দেহস্যান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিম্।।৩৫।।

লৌকিক ও বৈদিকধর্ম্ম-কাননে ক্ষত-বিক্ষত না হইয়া অবিলম্বে দীনতার সহিত শ্রীগোদ্রুমবন আশ্রয় করাই বুদ্ধিমত্তা--

ন লোক-বেদোদিত-মার্গভেদৈ—
রাবিশ্য সংক্লিশ্যত রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য গৌড়ে
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম্।।৩৬।।

নানা মনোধর্ম্মেত্থ-মতবাদ দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক ঔদার্য্যধাম গৌরধামাশ্রয়নিষ্ঠা--

যত্তজ্জল্পন্তু শাস্ত্রাণ্যহহ! জনতয়া গৃহ্যতাং যত্তদেব।
স্বং স্বং যত্তন্মতং স্থাপয়তু লঘুমতিস্তর্কমাত্রে প্রবীণঃ।

আশ্চর্য্য কারুণ্যপূর্ণ শ্রীগৌড়নগরী।
সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে তার মহিমা বিস্তারি'।।
যে সে রূপে থাকি জীব নবদ্বীপ ধামে।
দেহান্তে লভিছে সিদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গ নামে।।৩৫।।
ওহে মূর্খ জীব, তুমি লোক-বেদাশ্রয়ে।
আচরি' বহুল ধর্ম্ম আছ ক্লিষ্ট হয়ে।।
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত।
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটী করহ বিহিত।।৩৬।।
শাস্ত্র সব নানাবিধ করুক জল্পনা।
অতাত্ত্বিক জন তাহা করুক ধারণা।।
তর্কপটু লঘুমতি বিতর্ক করিয়া।
স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া।।

অস্মাকন্তূজ্জ্বলৈকোন্মদ-বিমলরস-প্রেমপীযূষমূর্ত্তে
রাধাভাবাপ্তিলীলাটবিমিহ ন বিনান্যত্র নির্য্যাতি চেতঃ।।৩৭।।

অনর্গল-প্রেমমৃতাকর-গৌরবনে রতিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা---

অপার-করুণাকরং ব্রজবিলাসিনী-নাগরং
মুহুঃ সুবহু-কাকুভির্নতিভিরেতদভ্যর্থয়ে।
অনর্গলবহন্মহাপ্রণয়সীধুসিন্ধৌ মম
ক্বচিজ্জনুষি জায়তাং রতিরিহৈব খণ্ডে নবে।।৩৮।।

শ্রীমায়াপুর-ধাম-সেবাফলে সুদুরাচারেরও সর্ব্বসাধুত্ব প্রাপ্তি-

নানামার্গরতোঽপি দুর্ম্মতিরপি ত্যক্তস্বধর্ম্মোঽপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূর-ভগবৎসম্বন্ধ-গন্ধোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং
যায়াদেব রসাত্মকং পরমহং তন্নৌমি "মায়াপুরম্"।।৩৯।

শ্রীনবদ্বীপেই ভক্তিসুখ-মাধুরীর পরাকাষ্ঠা বিরাজিত-

ইহ সকলসুখেভ্যঃ সূত্তমং ভক্তিসৌখ্যং
তদপি চরমকাষ্ঠাং সম্যগাপ্নোতি যত্র।

আমরা সে-সব ছাড়ি' উজ্জ্বল বিমল।
রস-প্রেম-সুধা-সার যেখানে সম্বল।।
সেই রাধা-ভাবান্বিত পুরুষের স্থান।
ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রস্থান।।৩৭।।
অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে।।
তব অনর্গল প্রেম সিন্ধু-গৌরবনে।
কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে।।৩৮।।
চঞ্চল, দুর্ম্মতি আর স্বধর্ম-বিরত।
দুরাচার, গৌরচন্দ্র-সম্বন্ধ-রহিত।।
কাম লোভে যথা আসি' অত্যুত্তম হয়।
নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয়।।৩৯।।

তদপি পরমপুংসঃ শ্রীনবদ্বীপধাম।
নিখিল-নিগম-গূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধির্ন বেদ।।৪০।।

অচিন্ত্যশক্তিশালী অপরাধভঞ্জনক্ষেত্র, প্রেমরসদ কোলদ্বীপ--

ভজন্তমপি দেবতান্তরমথাক্ষর-ব্রহ্মণি
স্থিতং পশুবদেব বা বিষয়-ভোগ-মাত্রে রতম্।
অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা-মাধব-
প্রগাঢ়রসঃ-মোহিতং কুরুত এব কোলাটবী।।৪১।।

বেদাতীত অচিন্ত্যাদ্ভুত-স্বরূপ শ্রীগৌদ্রুমধাম-স্বরূপ-দর্শন-লালসা-

যৎ কোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্ন বিদুর্যোগিনঃ
শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জ্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন ক্বচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন যদ্দৃশ্যং কদা লোকয়ে
তচ্ছ্রীগোদ্রুম-রূপমদ্ভুতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ।।৪২।।

সর্ব্বসুখসার ভক্তিসুখ সুনির্ম্মল।
পাই যেই নবদ্বীপ সেই গৌরস্থল।।
বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, অচিন্ত্য অপার।
মূঢ়বুদ্ধি জন তত্ত্ব না জানে তাহার।।৪০।।
ভজে অন্য দেব কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানে রত।
অথবা পশুর ন্যায় ভোগেতে বিব্রত।।
গঙ্গার পশ্চিম-তীরে কোলাটবী-তীরে।
ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে।।৪১।।
লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব।
প্রভৃতি না জানে যাঁরে অচিন্ত্যবৈভব।।
আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
যে রসনা পায় যাহা তথা সংঘটন।।
সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা সার।।৪২।।

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা--

দুর্ব্বাসনা সুদৃঢ়রজ্জুশতৈর্নিবদ্ধং
আকৃষ্য সর্ব্বত ইদং স্ববলেন গৌর।
রাধাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তে
পদারবিন্দ-সবিধং নয় মানসং মে।।৪৩।।

নবদ্বীপচন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি--

বশীকর্ত্তুং শক্যো ন হি ন হি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোঽভূন্নৈকোঽপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ।
ক্ব যামঃ কিং কুর্ম্মো হরি হরি ময়ীশোঽপ্যকরুণো
নবদ্বীপ বাসং বত বিতর মানন্যগতিকম্।।৪৪।।

নবদ্বীপধামবাস-নিষ্ঠাপ্রার্থনা--

জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রয়ান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভর্ৎস্যতাম্
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপুর্ল্লুপ্তপ্রতীকারতঃ।।
শ্রীগৌরাঙ্গপুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ।।৪৫।।

দুর্ব্বসনা-রজ্জুশত-বদ্ধ মম মন।
আকর্ষিয়া নিজ-বলে, হে শচীনন্দন।
রাধাকুণ্ড শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধার সহ।
বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ।।৪৩।।
দমিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিনু নাথ।
গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব্ব-দোষোৎপাত।।
কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামি।।৪৪।।
জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সদ্ধর্ম্ম আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুন্ তিরস্কার।।
ব্যাধি জীর্ণ-কলেবর পাউক দুর্গতি
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহু মতি।।৪৫।।

নবদ্বীপৈকানুরক্ত পুরুষগণের বন্দনা--

গৈরারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতেরন্তর্ব্বহির্ব্বাপি।
নৈবাস্তি মধুরাবস্থিত্যবকলিতং যৈ র্নমস্তেভ্যঃ।।৪৬।।

গৌরসেবারতা শ্রীলীলাশক্তির জয়--

বিভ্রাজত্তিলকা গিরীন্দ্রতনয়া-নীরৌঘ-শুক্লাম্বরো-
দঞ্চৎ কাঞ্চন-চম্পকচ্ছবিরহো নানারসোল্লাসিনী।
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধরেণ রসদেনাত্যন্ত-সম্মোহিনী
শ্রীমিশ্রাত্মজবল্লভা বিজয়তে গৌড়ে তু গৌরাটবী।।৪৭।।

পরমবৈভবশালী নবদ্বীপ নিত্যসেব্য-

যস্মিন্ কোটি-সুরেন্দ্রবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ
ভক্তিঃ সদ্বনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি।
যত্র ব্রহ্মপুরাদি তীর্থনিচয়া ভ্রাজন্তি নানাস্থলে
তদ্দ্বীপং নবসংখ্যকং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে।।৪৮।।

প্রকৃতির মধ্যে বা বাহিরে কভু ভাই।
নবদ্বীপ সমান মধুর স্থিতি নাই।।
এই ত' সিদ্ধান্ত যাঁ'র তাঁহার চরণে।
সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে।।৪৬।।
তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা।
কাঞ্চনচম্পকাভাসা রসোল্লাসপরা।।
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী।
শোভা পায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গমোহিনী।।৪৭।।
সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুগণ।
মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন।।
ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা স্ফুরে।
হেন নবদ্বীপ কেবা আশ্রয় না করে।।৪৮।।

নবদ্বীপবাস-নিন্দকের কৃষ্ণপ্রেমভক্তিলাভ অসম্ভব—

নিন্দন্তি যাবন্নবখণ্ড-বাসং বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-কন্দে।
তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দ-সদ্ভক্তি-রহস্যলাভঃ।।৪৯।।

সৌভাগ্যবানের নবদ্বীপবনে ভ্রমণ-প্রকার—

স্মারং স্মারং নবজলধর-শ্যামলধাম বিদ্যুৎ-
কোটি-জ্যোতি স্তনুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমানম্।
উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং কাকুভির্জৃম্ভমানঃ
প্রেমাবিষ্টো ভ্রমতি সুকৃতী কোঽপি গৌরস্থলীষু।।৫০।।

গৌরপদাঙ্কিত গৌরধামে প্রেমলালসা—

বিশ্বম্ভরস্য পাদসরোজোপেতস্থলীষু নির্ভরপ্রেম্না হরি হরি!
কদা লুঠামি প্রতিপদ-গলদশ্রুরুল্লসৎ পুলকঃ।।৫১।।

রাধাভাব-সুবলিত-কৃষ্ণের-ধাম-আশ্রয়কারী পুরুষেরই নিগূঢ়
প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্তি—

পূর্ণোজ্জ্বলৎ প্রেমরসৈক-মূর্ত্তির্যত্রৈব রাধাবলিতো হরির্মে।
তদেব গৌরস্থলমাশ্রিতানাং ভবেৎ পরং ভক্তি-রহস্যলাভঃ।।৫২।।

নবদ্বীপ-বাস প্রতি নিন্দা যতদিন।
ততদিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন।।
ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের নিলয়।
গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয়।।৪৯।।
বিদ্যুৎকোটি প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত।
নবজলধর শ্যাম ধ্যানে সমাহিত।।
উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে কাকুতি করিয়া।
গৌরধামে ফিরে কৃতী প্রেমাবিষ্ট হঞা।।৫০।।
গৌরপাদপদ্মপূত নবখণ্ড বনে।
কবে আমি প্রেমপূর্ণ হয়ে মনে মনে।।
প্রতিপদে গলদশ্রুপুলক-উল্লাসে।
'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া লুটিব অনায়াসে।।৫১।।

বহির্ম্মুখ-লোকের শত চীৎকারেও ধামসেবানন্দীর উদ্বেগহীনতা--

চাণ্ডাল-শ্ব-খরাদিবৎ যদি জনাঃ কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে তির-
স্কারং দুর্বিষহঞ্চ তেন ন হি মে খেদোঽস্ত্যণীয়ানপি।
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রবণাদিকা তু নবধা রাগানুগা চাত্মদা
ভক্তির্যদ্ গ্রহসংখ্যকে বিজয়তে তত্রৈব খণ্ডে স্থিতিঃ।।৫৩।।

দেহধর্ম্ম-মনোধর্ম্মোত্থ যাবতীয় সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধামসেবাই সর্ব্বমঙ্গলাকর--

ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি বিহায় গৌরস্থলমাশ্রয়স্ব।
যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাতঃ শরীর-বাণী-হৃদয়ানি কুর্য্যুঃ।।৫৪।।

শ্রীধামসেবার্থ নবদ্বীপের শ্বপচগৃহে ভিক্ষাদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ সর্ব্বাংশে শ্লাঘনীয়---

নবদ্বীপে রম্যে বরমিহ করে খর্পরভৃতো
ভ্রমামো ভৈক্ষ্যার্থং শ্বপচ-গৃহবীথীষু দিনশঃ।

পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তি রাধা-ভাবময়।
যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয়।।
সেই গৌরস্থলাশ্রিত হয় যেই জন।
সুভক্তি-রহস্য তার একমাত্র ধন।।৫২।।
চণ্ডাল, কুক্কুর, খর-সম তিরস্কার।
করুক, তাহাতে খেদ নাহিক আমার।।
স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হ'য়ে নবখণ্ড বনে।
বসিব সর্ব্বদা আমি বৈরাগ্যের সনে।।৫৩।।
ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহরি'।
গৌরস্থলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি'।।
প্রাক্তন বাসনা-বশে তোমার হৃদয়।
শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয়।।৫৪।।
বরং আমি নবদ্বীপে খর্পর ধরিয়া।
শ্বপচ-পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া।।

তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমসুকৃতৈরত্র মিলিতং
ন নেষ্যাম্যন্যত্র ক্বচিদপি ক্বথঞ্চিদ্ বপুরিদম্।।৫৫।।

সাধক-দেহোচিত শ্রীগৌরবনবাস-লালসা--

জরৎকন্থামেকাং দধদপি চ কৌপীনমনিশং
প্রগায়ন্ শ্রীরাধা-মধুপতি-রহঃ-কেলি-লহরীম্।
ফলং বা মূলংবা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্
নবদ্বীপে নেষ্যে বনভূবি কদা জীবনমিদম্।।৫৬।।

বিরজার পরপারে পরব্যোম, তন্মধ্যে গৌড়মণ্ডল, তন্মধ্যে আবার বৃন্দাবন----

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতিপ্রথিত-বৈভবং পরপদং পরব্যোমকম্।
তদন্তরখিলোজ্জলং জয়তি গৌড়ভূমণ্ডলং
মহারসময়ঞ্চ তৎ কলয় তত্র বৃন্দাবনম্।।৫৭।।

ধামবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে ভক্তিপদবী লাভ অসম্ভব---

সানন্দ-সচ্চিদ্‌ঘনরূপতা-মতি-
র্যাবন্ন গৌরস্থলবাসি-জন্তুষু।

তথাপি সুকৃতিলব্ধ দুর্ল্লভ শরীর।
অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির।।৫৫।।
ছেঁড়া কাঁথা-কৌপীন ধরিয়া আমি কবে।
দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে।।
নবদ্বীপ-বনভাগে রাধাকৃষ্ণ-কথা।
গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা।।৫৬।।
প্রকৃতির পর পরব্রহ্ম সুবিমলে।
বেদে যাকে পরব্যোম পরপদ বলে।
তাহা মধ্যভাগে শোভে শ্রীগৌড়মণ্ডল।
তাহে শোভে 'নবদ্বীপ' বৃন্দাবন-স্থল।।৫৭।।

তাবৎ প্রবিষ্টোঽপি ন তত্র বিন্দতে
ততোঽপরাধাৎ পদবীং পরাৎপরাম্।।৫৮।।

ধামবাসিজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয়ে রাধামাধবের সেবাযোগ্যতা লাভ--

যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধি র্দ্বীপে নবেঽস্মিন্ স্থির-জঙ্গমেষু।
স্যান্নির্ব্ব্যলীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ।।৫৯।।

নবদ্বীপধাম সেবাতৎপরতা সর্ব্ববিধ সাধন-ভজন ও সর্ব্বসিদ্ধির ফল---

সকলবিভব-সারং সর্ব্বধর্ম্মৈকসারং
সকল-ভজন-সারং সর্ব্ব-সিদ্ধ্যৈক-সারম্।
সকল মহিমাসারং বস্তুখণ্ডে নবাখ্যে
সকল-মধুরিমাম্ভোরাশি-সারং বিহারঃ।।৬০।।

নবদ্বীপে সিদ্ধি-লালসা---

প্রগায়ন্নটন্নুদ্ধসন্ বা লুঠন্ বা
প্রধাবন রুদন্ সংপতন্ মুর্চ্ছিতো বা।

নবদ্বীপবাসী জন্তুগণে যত দিন।
সানন্দসচ্চিদ্ভাব না হয় প্রবীণ।।
ততদিন হইয়াও সে ধামে প্রবিষ্ট।।
ধাম-অপরাধে নাহি লভে নিজ ইষ্ট।।৫৮।।
নবদ্বীপে স্থাবর জঙ্গমে যেই দিন।
সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় মলহীন।।
সেই দিন রাধাকান্তসেবা যোগ্যরূপ।
লভে জীব ব্রজধামে অতি অপরূপ।।৫৯।।
নবদ্বীপে বস্তুতত্ত্ব করহ বিচার।
সকল বিভব আর সর্ব্বধর্ম্মসার।।
সকল ভজন-সার সর্ব্বসিদ্ধি-ফল।
সকল মাধুর্য্য-সার বিহার নির্ম্মল।।৬০।।
কবে আমি নবখণ্ডে লোকধর্ম্ম ত্যজি'।
মহাপ্রেম-মাধবী-রসে নিরন্তর মজি'।।

কদা বা মহাপ্রেমমাধ্বীমদান্ধ-
শ্চরিষ্যামি খণ্ডে নবে লোকবাহ্যঃ।।৬১।।

গৌরবনে কৃষ্ণপ্রেম-লালসা--

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ন দেহং
ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্।
বিজানন্ কিমপ্যুন্মদঃ প্রেমমাধ্ব্যা
গ্রহগ্রস্তবৎ কর্হি গৌরস্থলে স্যাম।।৬২।।

গৌরবনে সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট রাধাকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ--

হরেকৃষ্ণ রামেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্য-নামাবলী-সিদ্ধমন্ত্রান্।
তথাচাষ্টকালে ব্রজদ্বন্দ্বসেবাং
কদাভ্যস্য গৌরস্থলে স্যাং কৃতার্থঃ।।৬৩।।

গৌরবনের ধ্যান---

হৈম-স্ফটিক-পদ্মরাগরচিতৈর্মাহেন্দ্রনীলৈর্দ্রুমৈ-
র্নানারত্নময়স্থলীভিরলিঝঙ্কারস্ফুটদ্বল্লিভিঃ।

গাইব হাসিব আর ভূমিতে লুটিব।
দৌড়িব কাঁদিব পড়ি' মূর্চ্ছিত হইব।।৬১।।
গৌরস্থলে লোকধর্ম্ম গেহ দেহ ভুলি'।
তুল্য নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখে কুতুহলী।।
উন্মদ প্রেমেতে মত্ত গ্রহগ্রস্ত মত।
বিচরিব কত দিনে করি' ধামব্রত।।৬২।।
কৃপামূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা-অনুসারে।
হরেকৃষ্ণ রামনাম সিদ্ধ মন্ত্রাক্ষরে।।
মহাশ্চর্য্য নামাবলী গাইতে গাইতে।
কবে বা কৃতার্থ হব এ গৌরস্থলীতে।।৬৩।।
ইন্দ্রনীলমণি বৃক্ষষণ্ড নানামত।
পুরট স্ফটিক পদ্মরাগ-বিনির্ম্মিত।।

চিত্রৈঃ কীর-ময়ূর-কোকিলমুখৈর্নানাবিহঙ্গৈর্লসৎ
পদ্মাদ্যৈশ্চ সরোভিরদ্ভুতমহং ধ্যায়ামি গৌরস্থলম্।।৬৪।।

মধ্যদ্বীপে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদন-লালসা----

মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্ক্ষিতিধরস্যোপত্যকাসু স্ফুরন্-
নানাকেলি-নিকুঞ্জবীথিষু নবোন্মীলৎকদম্বাদিষু।
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং ননু পরং শ্রীরাসকেলীস্থলী -
রম্যাস্বেব কদা প্রকাশিত রহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী।।৬৫।।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিকল্পে রাধাবনের
সেবানুরাগ-লালসা --

অলং ক্ষয়ি-সুদুঃখদৈ র্যুবতি-পুত্র-বিত্তাদিকৈ-
র্বিমুক্তি-কথয়াপ্যলং মম-নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে।
পরন্ত্বিহ ভবে ভবে ভবতু রাধিকা-কান্তিতঃ
ব্রজেন্দ্রতনয়ো-বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ।।৬৬।।

রত্নবেদী যেখানে ঝঙ্কারে অলিগণ।
শুক পীক ময়ূরের অপূর্ব্ব দর্শন।।
পদ্মপুষ্প সুশোভিত নানা সরোবর।
সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতির পর।।
সেই ধাম-ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া।
বসিব শ্রীগৌরধামে রসেতে ডুবিয়া।।৬৪।।
মধ্যদ্বীপে স্বরাটাখ্য পর্ব্বতের পাশে।
কদম্বমণ্ডিত কেলিকুঞ্জ পরকাশে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাসমণ্ডল দেখিয়া।
প্রেমপূর্ণ হব আমি সুকৃতি স্মরিয়া।।৬৫।।
অনিত্য দুঃখদ পত্নী, পুত্র, বিত্ত ছার।
মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠে পিপাসা নাহি আর।।
রাধাভাবদ্যুতি মাখা কৃষ্ণলীলাবনে।
একবিন্দু রতিমাত্র মাগি নিজ মনে।।৬৬।।

শ্রীগোদ্রুমধাম-সেবা-নিষ্ঠা---

নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্দ্ধ্ণা
বদামি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুদ্ধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে।।৬৭।।

গৌরধামৈকনিষ্ঠ ভক্তকুলের পদরজোঽভিষেক-লালসা--

রাধাপতিরতিকন্দং গৌরস্থলমেব জীবনং যেষাম্।
তচ্চরণাম্বুজরেণোরাশামেবাহমাশাসে।।৬৮।।

নবদ্বীপে স্বাভীষ্ট-ধ্যান-লালসা---

নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানা সরোবাপিকা-
রম্যে গুল্ম-লতা-দ্রুমৈশ্চপরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।
নানা জাতি সমুল্লসৎ খগ-মৃগৈর্নানাবিলাসস্থলী -
প্রদ্যোত-দ্যুতি-রোচিষি-প্রিয় কদা ধ্যেয়োসি গৌরস্থলে।।৬৯।।

মস্তক নোয়ায়ে নমি শ্রীগোদ্রুমবন।
বাক্য সদা শ্রীগোদ্রুম করিয়ে কীর্ত্তন।।
সূক্ষ্ম বুদ্ধিযোগে স্মরি শ্রীগোদ্রুম ধাম।
গোদ্রুম ছাড়িয়া মোর অন্য নাই কাম।।৬৭।।
রাধাকান্ত রতিকন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-বন।
অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তগণের জীবন।।
সেই সব ভক্তজন-চরণের ধূলি।
আশামাত্র আশা করি বাস গৌরস্থলী।।৬৮।।
নানা কেলি-নিকুঞ্জ-মণ্ডলে সুশোভিত।
নানা সরোবর-বাপী-তড়াগ-মণ্ডিত।।
নানা গুল্ম-লতাদ্রুম-মণ্ডপে বেষ্টিত।
নানাজাতি খগ-মৃগদ্বারা উল্লসিত।।
অনেক বিহারস্থল জ্যোতির্ম্ময় ধামে।
কবে আমি গৌরস্থলে লভিব বিশ্রামে।।৬৯।।

রাধামাধব-মিলিততনু-পুরটসুন্দর গৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসা

বাণ্যা গদগদয়া কদা মধুপতের্নামানি সংকীর্ত্তয়ে
ধারাভির্নয়নাম্ভসাং তরুতল-ক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে।
দৃষ্ট্যা ভাবনয়া পুরোমিলদহো গৌরস্থলীয়ং মহো-
দ্বন্দ্বং হেমহরিন্মণিচ্ছবি কদালম্বে মুহুর্বিহ্বলঃ।।৭০।।

শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবা-নিষ্ঠা---

নান্যদ্ব্রজামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্ব্রজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকারুচি-বিনোদ-বনং বিনাহম্।।৭১।।

ব্রহ্মাধিপত্য ও সারূপ্যাদি মুক্তি হইতেও নবদ্বীপধামে কৃমিজন্ম কোটিগুণে শ্লাঘ্য ও বাঞ্ছনীয় ---

ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মৃগয়তে পার্ষদ-তনুম্।
নবদ্বীপে শুদ্ধে মধুররসভাবোৎসববতাং
নিবাসে ধন্যানাং সুবহুকৃমিজন্মাপি মনুতে।।৭২।।

গদগদ বচনে কবে গাব কৃষ্ণনাম।
নয়নধারায় আর্দ্র করিব তদ্ধাম।।
ভাবেতে হেরিব কবে সে যুগল জ্যোতি।
হেম-হরিন্মণি-ছবি সুবিহ্বলমতি।।৭০।।
রাধাকান্তিবিনোদ কানন বিনা আন।
না বর্ণিব, না শুনিব না করিব ধ্যান।।
জাগ্রতে স্বপ্নে বা আমি বিনা সেই বন।
না দেখিব কভু ইথে দৃঢ় মম মন।।৭১।।
মন নাহি চাহে সত্যলোকে ব্রহ্মপদ।
বৈকুণ্ঠে পার্ষদ দেহ মুক্তির সম্পদ।।
নবদ্বীপে বিশুদ্ধ মধুর ভক্তজন।
গৃহে কৃমি জন্মি, লোভ হয় অনুক্ষণ।।৭২।।

কোনও প্রকারে নবদ্বীপ-সেবা-সৌভাগ্য-লালসা---

মমাপি স্যাদেতাদৃশমপি দিনং কিন্নু পরমং
নবদ্বীপে যস্মিন্ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি।
অহো দেহং দূরাদপি সমবলোক্যাপি জনুষা
মুহুর্ধন্যং মন্যে ধরণিপতিতঃ স্যাং কৃতনতিঃ।।৭৩।।

নবদ্বীপধামের গুণকীর্ত্তনেই জিহ্বার সার্থকতা --

যদপি চ মম নাস্তি শ্রীনবদ্বীপধাম-
মহিমনি ন সমোর্দ্ধে হন্ত বিশ্বাসগন্ধঃ
যদপি মম ন তস্মিন্নাস্তে বাসৈষণাপি
প্রসরতু মম তাদৃশ্যেব বাণী তথাপি।।৭৪।।

গুরুবৈষ্ণবকৃপালব্ধ বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত পুরুষই ধামতত্ত্ব-প্রকাশে সমর্থ---

অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো সর্ব্ববিদপি
নবদ্বীপস্যাস্য প্রভবতি ন বৈ তত্ত্বকথনে।
হরৌ সুপ্রচ্ছন্নে হরিপুরমহো গুপ্তমভবৎ
সুভক্তস্তত্তত্ত্বং স্বগুরুকৃপয়া কর্ষতি কিল।।৭৫।।

হেন দিন কবে মোর উদিবে গগনে।
যবে নবদ্বীপস্পৃষ্ট শরীর দর্শনে।।
দূর হইতে জীবন সার্থক জ্ঞান করি।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব নমি ধরণী উপরি।।৭৩।।
সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর।
না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে আমার।।
সে ধাম বাসের ইচ্ছা যদ্যপিও নাই।
তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই।।৭৪।।
অচৈতন্যপ্রায় বিশ্ব, সর্ব্বজ্ঞ যে জনে।
সেও নারে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য-বর্ণনে।।
প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের ন্যায়।
ভক্তজনমাত্র জানে সদ্‌গুরু-কৃপায়।।৭৫।।

গৌরবনে গৌরদর্শনে প্রেম-লালসা---

কদা নবদ্বীপবনান্তরেষ্বহং
পরিভ্রমন্ সৈকতপূর্ণচত্বরে।
হরীতি রামেতি হরীতি কীর্ত্তয়ন্
বিলোক্য গৌরং প্রপতামি বিহ্বলঃ।।৭৬।।

গৌরবনে সুরধুনীতটে সাধকদেহোচিত বিচরণ-লালসা---

পুলিনে পুলিনে গিরীন্দ্রজায়া
বিচরিষ্যামি কদা তলে তরুণাম্।
পতিতং গলিতং ফলঞ্চ ভূক্ত্বা
ললিতং তটিনী-জলং পিবামি।।৭৭।।

নবদ্বীপসেবা ব্যতীত বৃন্দাবনসেবা-প্রাপ্তি এবং গৌর-সেবা ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তি অসম্ভব---

আরাধিতং নববনং ব্রজকানন তে
নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসূতো ব্রজনাগরস্তে
নারাধিতো দ্বিজসূতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ।।৭৮।।

কবে নবদ্বীপ বনে সৈকত প্রচরে।
'হরেরাম হরেকৃষ্ণ' বলি উচ্চৈঃস্বরে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন।
পড়িব বিহ্বল হ'য়ে অচল চরণ।।৭৬।।
জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে।
বিচরিব আমি কবে 'হরি' 'হরি' বলে।।
পতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ।
ললিত-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ।।৭৭।।
সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে।
নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে।।
যে সেবিল গৌর আর যশোদানন্দন।
গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন।।৭৮।।

নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন ও ঔদার্য্যধাম---

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপুরমহো গৌড়পরিধৌ
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপতিসূতো নাগরবরঃ।
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ কাঞ্চন-চ্ছটা
নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুর-দূরাপাং বিতনুতে।।৭৯।।

মাধুর্য্যধাম বৃন্দাবন হইতে ঔদার্য্যধাম নবদ্বীপ অধিক কৃপাময় --

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং
ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটত অপরাধাত্যয় ইহ।
নবদ্বীপে গৌর কলুষনিচয়ং ক্ষাম্যতি সদা
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত! তনুতে।।৮০।।

গৌরধাম-সেবকেরই ব্রজধাম করস্থিত---

নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্।।৮১।।

এ গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন।
শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
সেই নন্দসূত রাধা-দ্যুতি আচ্ছাদিত।
ব্রজের দুর্ল্লভ লীলা করিল বিহিত।।৭৯।।
বৃন্দাবনে বসি' যেবা জপে হরি হরি।
অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী।।
নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি' অপরাধচয়।
পরম রসদ ব্রজরস বিতরয়।।৮০।।
গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি।
করস্থিত ব্রজ তাঁর সনাতন রীতি।
অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান।।
মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভাণ।।৮১।।

বৃন্দাবনস্থ বনোপবনাদি নবদ্বীপে সম্মিলিত ---

বনঞ্চোপবনং সর্ব্বং শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনস্থিতম্।
ক্রোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে।।৮২।।

গৌর, গৌরভক্ত, গৌরধাম, চিন্ময়ধাম-বিভূতি ও অপ্রাকৃতধামে অপ্রাকৃত লীলার প্রতি নমস্কার---

নমামি তদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রলীলাং
নমামি গৌরস্থল-চিদ্বিভূতিম্।
নমামি গৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতাস্তান্
নমামি গৌরং করুণাবতারম্।।৮৩।।

পঞ্চতত্ত্বে বিজ্ঞপ্তি ---

হা বিশ্বম্ভর! হা মহারসময়! প্রেমৈকসম্পন্নিধে!
হা পদ্মসূত! হা দয়াদ্র হৃদয়! ভ্রষ্টৈকবন্ধুত্তম!
হা সীতেশ্বর! হা চরাচরপতে! গৌরাবতীর্ণক্ষম!
হা শ্রীবাসগদাধররেষ্টবিষয়! ত্বং মে গতিস্ত্বং গতিঃ।।৮৪।।

বৃন্দাবনে আছে যত বন-উপবন।
শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন।।
নবদ্বীপে সে-সকল আছে স্থানে স্থানে।
গৌররূপে কৃষ্ণলীলা-প্রকট-কারণে।।৮২।।
শ্রীগৌদ্রুমচন্দ্র-লীলা অনন্ত অপার।
গৌরস্থলে চিদ্বিহার নমি বার বার।।
গৌরপদাশ্রিতগণে করি নমস্কার।
নমি সদা গৌরচন্দ্র করুণাবতার।।৮৩।।
ওহে বিশ্বম্ভর! ওহে মহারসময়!
প্রেমসম্পদের মণি! ওহে দয়াময়!!
ওহে পদ্মাবতীসুত দয়ার্দ্রহৃদয়।
পতিত জনের নাথ গৌরভক্তিময়।।

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আস্বাদ্যের ভাবকান্তিগ্রহণপূপর্বক নবধাভক্তিপীঠ নবদ্বীপে অবতীর্ণ নবদ্বীপচন্দ্রের স্তব---

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
ভ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযুষ-লহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্।।৮৫।।

যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গকাম, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসাদি-বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক--

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ! তীর্থাটনিকয়া
সদা যোষিদ্ব্যাঘ্রাস্ত্রসত বিতথাং থুৎকুরু দিবম্।
তৃণম্মন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং
নবদ্বীপে গৌরং নিজরসমদাৎ গাঙ্গপুলিনে।।৮৬।।

ওহে সীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর।
গৌর আনিবারে মাত্র তুমি শক্তিধর।।
ওহে গদাধর, ওহে শ্রীবাসাদিগণ।
তুমি সব মম গতি আমি অকিঞ্চন।।৮৪।।
শ্রীকৃষ্ণরসন লাগি' চৈতন্য-আকার।
পরম অদ্ভুত উদারতাপূর্ণ সার।।
স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব মনে করি।
পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি।।
ঔদার্য্যের খনি সেই শচীর কুমার।
তাঁহার চরণে আমি নমি বার বার।।৮৫।।
শাস্ত্রাভ্যাস, তীর্থাটন-চেষ্টা পরিহরি।
যোষিদ্ব্যাঘ্র ত্যজ, স্বর্গ ছাড় ঘৃণা করি।।
দীনভাবে ভজ বিশ্বম্ভরের চরণ।
নবদ্বীপে রস যেই কৈল বিতরণ।।৮৬।।

অনর্থসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছু পুরুষের শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবাই একমাত্র কৃত্য---

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি -
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুস্ব।।৮৭।।

নিত্যকাল নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের লীলা-দর্শনসৌভাগ্য-লালসা--

সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী গঙ্গাপি তন্মধ্যগা
জীবাস্তে চ বসন্তি যেঽত্র কৃতিনো গৌরাঙ্গপাদাশ্রিতাঃ।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি-প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য! কৃপানিধান! তব কিং বীক্ষ্যে সদা বৈভবম্।।৮৮।।

দর্শন-স্পর্শনাদিমাত্রে পরমপ্রেমদ তদ্রূপবৈভব নবদ্বীপের স্তব---

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য এক-
শ্চিদ্রূপং তং গৌরপীঠং নমামি।।৮৯।।

তরিতে সংসারসিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব।
সংকীর্ত্তনামৃতাস্বাদে থাকে ইচ্ছা-লব।।
বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেমসমুদ্র-বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে।।৮৭।।
শ্রীগৌড়নগরী ধন্য, ধন্যা গঙ্গা তথা।
ধন্য সে নগরবাসী গৌরপদাশ্রিতা।।
নবদ্বীপ বিনা নাহি হেন প্রেমোৎসব।
হা গৌরাঙ্গ দেখিব কবে তব সে বৈভব।।৮৮।।
দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা স্মৃত, উপাসিত।
দূর হৈতে নমিত, আদৃত বা পুজিত।।
হইলেই যেই ধাম দেয় প্রেমসার।
চিৎস্বরূপ সেই গৌরধামে নমস্কার।।৮৯।।

ধর্ম্মকৃৎ, তীর্থযাত্রী বা বেদপারগেরও গৌরধামসেবা ব্যতীত বেদগুহ্য ব্রজতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব---

আচার্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।।৯০।।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক বুদ্ধিজ যাবতীয় সদ্‌গুণগ্রাম গৌরসেবাফলেই লভ্য---

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরধামার্চ্চনে।।৯১।।

গৌরধামসেবা-ব্যতীত অন্য কোটি সাধন-ভজনেও সদ্য নিগূঢ়প্রেম-সম্পত্তি-লাভ অসম্ভব---

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি-
রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ।

স্বধর্মাচরণ আর শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তীর্থাদি ভ্রমণ কিম্বা বেদানুশীলন।।
এসব সাধনে কেবা জানিবারে পারে।
বেদাদি দুল্লর্ভ সেই ব্রজতত্ত্বসারে।।
একান্ত আশ্রয় যাঁর গৌরপ্রিয়ধাম।
বৃন্দাবন লভ্য তাঁর পূর্ণমনস্কাম।।৯০।।
তৃণাপেক্ষা হীন বুদ্ধি মোহন আকার।
মিষ্টবাক্য বিষয়ে বৈরাগ্য বুদ্ধিসার।।
কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ আর নিরপেক্ষ বুদ্ধি।
পায় জীব গৌরধামার্চ্চনে সর্ব্বশুদ্ধি।।৯১।।
গুরুবর বহুতর উপাসনা করি।
শ্রুতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে না পাইয়া হরি।।

চৈতন্যচন্দ্রস্য পুরোৎসুকানাং
সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ।।৯২।।

কলিকালে গৌরধামের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব--

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কন্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যপীঠ! যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।৯৩।।

কলিযুগে বিপন্ন দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা গৌরধাম---

দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্তঘোর-
দুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য
গৌড়ং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ।।৯৪।।

অযোগ্য ব্যক্তিও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ গৌরধামাশ্রয় ফলে
প্রেমসম্পত্তি-লাভে অধিকারী---

হা হন্ত! চিত্তভূবি মে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।

গৌরপুর রাসোৎসুক হ'য়ে ভক্তজন।
পরম রহস্য লাভ করে অনুক্ষণ।।৯২।।
কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয়।
অনেক কন্টকে ভক্তিমার্গ রুদ্ধ হয়।।
হায়, হায়, কোথা যাব, কি করিব আমি।
যদি, নবদ্বীপ, কৃপা নাহি কর তুমি।।৯৩।।
দুষ্কর্মে নিরত সদা দুর্ব্বাসনা ঘোর।
নিগূঢ় আবদ্ধমতি ক্লেশেতে বিভোর।।
কোটি কোটি কুমতি কদর্থ করে মোরে।
নবদ্বীপ বিনা বন্ধু কে বিপদ ঘোরে।।৯৪।।
কঠিন ঊষর-ক্ষেত্র তোমার আশয়।
ভক্তিকল্পলতাবীজ অঙ্কুর না হয়।।

হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
গৌরাঙ্গধাম নিবস্ ন কদাপি শোচ্যঃ।।৯৫।।

বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র পরম-আশ্রয় গৌরধাম--

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
গৌরাঙ্গপীঠ! মম দেহি কৃপাবলম্বম্।।৯৬।।

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপাঠ শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য--

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে।।৯৭।।

নবদ্বীপান্তর্গত ব্রজবনে বিপ্রলম্ভভাবোত্থ যুগল-লীলা-স্মরণ-লালসা---

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভাবোত্থিত-যুগললীলা ব্রজবনে।

তবে এক আশা মোর জাগিছে হৃদয়ে।
নবদ্বীপবাসে শোক স্থান না লভয়ে।।৯৫।।
সংসার-বাসনার্ণবে আমি নিপতিত।
কাম-ক্রোধ-আদি নক্রগ্রস্ত অতি ভীত।।
দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরাশ্রয়।
গৌরস্থান, দেহ মোরে কৃপার আশ্রয়।।৯৬।।
স্বয়ং কৃষ্ণ স্বর্ণবর্ণ করুণা করিয়া।
প্রেমানন্দোজ্জ্বলে রস-বপু প্রকটিয়া।।
যেই নবদ্বীপে কৈল ভক্ত্যুৎসবময়।
মন সে মধুর ধামে সতত রময়।।৯৭।।
কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
শান্ত মনে পাব গৌরভাবোদিত মতি।।

স্মরণ্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্।।৯৮।।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতচক্ষে চিন্ময় যোগপীঠ দর্শন-লালসা--

কদা ভ্রামং ভ্রামং লসদলকনন্দা-তট-ভুবি
জগন্নাথাবাসং জগদতুলদৃশ্যং দ্যুতিময়ম্।
পরানন্দং সচ্চিদ্ঘনসুরুচিরং দুর্ল্লভতরং
শচীসূনোঃ স্থানং পুলিনভূবি পশ্যামি সহসা।।৯৯।।

শ্রীনবদ্বীপবাসী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামীর ন্যায়, কাশীবাস-গয়াধামান্বেষণ প্রভৃতি তুচ্ছাভিলাষশূন্য---

কাশীবাসিনোঽপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো
মুক্তিঃ শুক্তী ভবতি যদি মে কঃ পরার্থঃপ্রসঙ্গঃ।
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেঽপি ক্ব ভীতিঃ
স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি ভবতি মে গোদ্রুমাদৌ নিবাসঃ।।১০০।।

সুরেশ্বরগণেরও দুল্লর্ভ, বেদগুহ্য মহাপ্রেমলাভার্থ গৌরধামাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা--

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুণিগণৈঃ।

ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণসেবা ধ্যান করি।
ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী।৯৮।।
অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
দেখিব সে মিশ্রবাস অতুল জগতে।।
দ্যুতিময় পরানন্দ সচ্চিদ্বিস্তৃতি।
দুর্ল্লভ গৌরাঙ্গপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি।।৯৯।।
নাহি চাই কাশীবাস, গয়া পিণ্ডদান।
মুক্তি শুক্তিসম ত্যাজি, কিবা বর্গ আন।।
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে।
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে।।১০০।।

ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরনগরম্।।১০১।।

উপসংহারে গ্রন্থাকারের বক্তব্যঃ শ্রীনবদ্বীপধামই ঔদার্য্যলীলাভূমি—

ধাম্নোরভেদাচ্ছতকং পৃথক্ পৃথক্
কৃত্বাপি ভাষাসমতা সমীহিতা।
গৌরাঙ্গধাম্নো মহিমা বিশেষতঃ
অত্রৈব বাণী বিহিতা ক্বচিৎ পৃথক্।।১০২।।

ইতি ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিকূল-মুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-গৌরপার্ষদ-প্রবর-শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ-বিরচিতং
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকং সমাপ্তম্

ওহে মূঢ় জন, সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণপ্রাপ্য ভক্তি করহ সন্ধানে।।
বিশ্বাস অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি লহ নদীয়া শরণ।।১০১।।
বৃন্দাবন, নবদ্বীপ-অভেদ-স্বরূপ।
ভিন্ন শতকেও ভাষা লিখি একরূপ।।
গৌরধাম-মহিমা বিশেষ তবু জানি।
'নদীয়া-শতকে' বলি কিছু ভিন্না বাণী।।১০২।।

ইতি শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিত
"শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্-এর **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।**